কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

দুটি পরীক্ষাই যথেষ্ট

শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি আশাব্যাঞ্জক, কিন্তু ব্যর্থতাও কম নয়। এখন প্রয়োজন অগ্রগতির ধারাকে বেগবান করা, সমস্যার ক্ষেত্র ও কারণ চিহ্নিত করে সুপরিকল্পিত উপায়ে সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া, শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সঠিক বাস্তবায়ন।

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। গুণগত ও পরিমাণগত বিকাশের জন্য বাস্তবসম্মত ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা এ শিক্ষানীতিতে রয়েছে। মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ ভবিষ্যৎ নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত শিক্ষানীতিতে যেসব বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, মৌলিক শিক্ষাপর্যায়ে (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি) শিক্ষার সব ধারায় (সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা) একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসারে একগুচ্ছ আবশ্যিক বিষয় প্রবর্তন: এর ফলে বিভিন্ন ধারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান ও দক্ষতার গুণগত মানের তারতম্য হ্রাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে সামঞ্জস্য বিধান সহজতর হবে। এ নীতি ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বহু মুসলমানপ্রধান দেশে সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা দুটি পৃথক ধারায় পরিচালিত।

এ নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর করা। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষায় মৌলিক বিদ্যা অর্জন সম্ভব না। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশুই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। শিশুরা ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে স্কুল-পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। তা ছাড়া তাদের বাড়ির ভাষা ও বইয়ের ভাষার মধ্যে বড় ব্যবধান থাকায় তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়, ফলে অনেকে ঝরে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চার-পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও শিখন সামগ্রী তৈরি করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সারা দেশে চালু করা হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কাসহ দু-একটি দেশ ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। পাশের দেশ ভারতেও ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত আট বছরের অবৈতনিক-বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু আছে।

থাইল্যান্ডে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ছয় বছর বয়স থেকে। তার আগে তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে, যদিও সেটা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ফিলিপাইনে পাঁচ ও ছয়—এ দুই বছরের কিন্ডারগার্টেন বাধ্যতামূলক।

থাইল্যান্ডে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি সেমিস্টারে আটটি মূল বিষয় পড়ানো হয়। এগুলো হলো স্থানীয় ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, শিল্পকলা ও সংগীত, প্রযুক্তি এবং বিদেশি ভাষা।

আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে 'দক্ষতাভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা,' প্রজনন স্বাস্থ্যসহ শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, চারু ও কারুকলা, প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপসহ যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন সামগ্রী প্রণয়ন করে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তা চালু করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং বিপুলসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়ে কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের ওপর বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিষয় শিক্ষক ও অভিভাবকের মতামতের ভিত্তিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৭৮টি পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও নবায়ন করে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে সারা দেশে চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষানীতির আলোকে নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তা ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের সব বিষয় শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'মাল্টিমিডিয়া' শ্রেণিকক্ষ চালু ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া শিক্ষা বোর্ডের কাজকর্মে যেমন, রেজিস্ট্রেশন, এন্টি ফরম পূরণ, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি 'অন-লাইনে' করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সব কয়টি পাঠ্যপুস্তক 'অন-লাইনে' দেওয়া আছে। পাঠ্যপুস্তকের 'ডিজিটাল কনটেন্ট' তৈরির কাজ চলছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে তখনকার সব কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩৭ হাজারের বেশি) জাতীয়করণ করা হয়। পরবর্তীকালে মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা ছাড়া এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। দুই বছর আগে ২৪ হাজারের অধিকসংখ্যক প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ করা হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে সব কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি।

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে সব কয়টি পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পায়। ফলে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বছরের প্রথম দিন থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৩৪ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনা মূল্যে বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এত বেশি পাঠ্যপুস্তক বিনা মূল্যে যথাসময়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিশ্বে বিরল।

সৃজনশীল পরীক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিভিন্ন 'পাবলিক পরীক্ষায়' সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু পরীক্ষাব্যবস্থায়ই নয়, নতুন শিক্ষাক্রমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সৃজনশীল ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৃজনশীল কাজ সম্পাদন ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমস্যা অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষণীয় হলেও বিরাজমান সমস্যার পাল্লাও কম ভারী নয়। বিশ্বের দেশগুলো যখন পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, বাংলাদেশ তখন দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা দুটি পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করে চারটি করেছে। পাবলিক পরীক্ষায় নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের সুযোগ নেই, ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শ্রেণির অন্যদের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা যায়। পঞ্চম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা কোনো অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। পাবলিক পরীক্ষা শিশুর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, যা শিশুর স্বাভাবিক বর্ধনকে বাধাগ্রস্ত করে। পরীক্ষায় ভালো করার জন্য খেলাধুলা, বিনোদন, নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে শুধু পড়া আর পড়ার চাপ শিশুমনে শিক্ষার প্রতি ভীতি ও অনীহা সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী শিক্ষাপর্যায়ে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এ বয়সে শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে শিখবে, খেলবে, আঁকবে, নাচবে, অভিভাবকের সঙ্গে ঘুরবে-বেড়াবে, পরীক্ষাভীতি শিশুর সব আনন্দকে মাটি করে দেয়। এ পর্যায়ে পরীক্ষার একটিই লাভ তা হলো কোচিংয়ের রমরমা ব্যবসা। পঞ্চম শ্রেণি শেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার স্থলে সমাপনী পরীক্ষার যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। সনাতন পদ্ধতিতে পঞ্চম শ্রেণি শেষে 'স্কলারশিপ পরীক্ষা' নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। এ বয়সে মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না, তাই 'স্কলার' নির্বাচনের পরীক্ষা অযৌক্তিক। গরিব পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি দেওয়া হয়। এটাই যথেষ্ট, মেধাবৃত্তি এ পর্যায়ের জন্য অনুপযোগী। সমাপনী পরীক্ষাব্যবস্থা চালুর ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পাঠদানে অধিক সক্রিয় হচ্ছেন—এ যুক্তিও গ্রহণ করা যায় না। শিক্ষকদের সক্রিয় করার অনেক উপায় আছে, শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটিয়ে শিক্ষকদের সক্রিয় করা শিশুমনোবিজ্ঞানের পরিপন্থী। এ বিষয়ে সর্বশেষে বলতে হয়, দুটি পাবলিক পরীক্ষাই যথেষ্ট, আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে একটি এবং চার বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে একটি। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের মুষ্টিমেয় চার-পাঁচটি দেশ ছাড়া কোথাও প্রাথমিক পর্যায় শেষে পাবলিক পরীক্ষা নেই। যেসব দেশে আছে, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বেশি, ছয় বা সাত বছর।

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকের বিকল্প কিছু নেই। শিক্ষকের উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে 'তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম' এবং মাধ্যমিকে সেসিপ, টিকিউআই, সেকাএব এবং অন্যান্য প্রকল্পের অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলছে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে এসব প্রশিক্ষণের প্রতিফলন খুবই সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী সক্রিয় পদ্ধতিতে শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কলাকৌশল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের বলা হয়। কী করতে হবে, কিভাবে করতে হয়, বর্ণনা করা হয়। প্রশিক্ষণকালে শিক্ষক প্রশিক্ষক তা করে দেখান না। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের দিয়ে অনুশীলন করান না, ফলে প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকরা শ্রেণিতে প্রয়োগ করতে পারেন না। প্রশিক্ষণ হতে হবে 'হাতে-কলমে' ইংরেজিতে যাকে 'হেন্ডস অন ট্রেনিং' বলা হয়। প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষক করে দেখাবেন, প্রশিক্ষকের

প্রদর্শনের ওপর আলোচনা হবে, এর প
প্রশিক্ষণার্থীকে সবার সামনে অনুশীলন
এরপর আলোচনা হবে। এভাবে হাতে-
গেলে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে অসুবি
নিবিড় শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখ
কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও আনন্দদায়ক ক
একদিকে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পা
শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার দ্রুত হ্রাস
বিশ্বের প্রায় সব কয়টি দেশে এবং সিঙ্গ
শ্রীলঙ্কাসহ এ উপমহাদেশের কয়েকটি
পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর নৈ
কিন্তু আমরা শিক্ষার্থীদের এমন কিছু
নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যা শিক্ষা
মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। শিক্ষাব্য
কয়েকটি দিক শিক্ষার্থীদের নৈতিক ত
নিয়ে যায়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ট
কেনা। এসএসসি ও এইচএসসি ব্য
(প্র্যাকটিক্যাল) পরীক্ষায় টাকা দিয়ে
২৫ পাওয়া। সারা বছর একটিও
হয় না, বিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি নেই
হয় না, অথচ পরীক্ষায় ব্যবহারিকে
হয়। স্কুল পরীক্ষায় স্যারের কাছে
বেশি নম্বর প্রাপ্তি ইত্যাদি সবার জা
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে
কোমলমতি শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থা
উৎকোচ দেওয়া-নেওয়া শিখে যাচ্ছে
কর্মজীবনে তারা এ পথে চললে কা
ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবা যায়!
ধরনের নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না
ব্যবহারিক বাদ দেওয়া যাবে না, কি
কি নেই? বহিঃপরীক্ষার পরিবর্তে ব্য
বিষয় শিক্ষকের হাতে দেওয়া যেতে
ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহারিক কা
করবেন। বিষয় শিক্ষকের দেওয়া বা
এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর
প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণ করা হবে। শিক্ষ
ব্যবহারিকের নম্বরের সঙ্গে যদি বোর্ড
নম্বরের পার্থক্য নির্দিষ্ট মাত্রার (হতে
শতাংশ) বেশি হয়, সে ক্ষেত্রে শিক্ষা
শিক্ষকের নম্বর গ্রহণ করা হবে না।
প্রাপ্ত নম্বরের হারে শিক্ষার্থীকে ব্যবহা
দেওয়া হবে। এ ব্যবস্থা চালু করা হ
বেশি নম্বর দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পা
শিক্ষাক্রমে সব বিষয়ে ২০ শতাংশ ন
মূল্যায়নের জন্য রাখা হয়েছে। বিষয়
করে নম্বর দেবেন। এ পদ্ধতি সব বি
মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়

বাংলাদেশে শিক্ষার মানোন্নয়নের
পেশাগত প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলোর
নায়েম, এনসিটিবি, ১৪টি টিটিসি এব
এইচএসটিটিআই উল্লেখযোগ্য। এ প্র
পরিচালনায় সরকারের প্রচুর অর্থ ব্য
আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।
শিক্ষায় কোনো ডিগ্রি নেই—এমন শিক্ষ
নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা শিক্ষা ম
বিজ্ঞান বা পেডাগজি, মূল্যায়ন পদ্ধতি
তাঁদেরই এগুলো শেখানোর দায়িত্ব দে
অর্জন কতটা সম্ভব তা ভেবে দেখা দ
কলেজে একটি বিষয় দীর্ঘদিন পড়াচ্ছে
আছে—এমন কাউকে টিটিসির অধ্য
ভাউচার স্বাক্ষর করার কাজ চলতে
পেশাগত নেতৃত্ব দানের কাজ চলে
ক্ষেত্রেও এ কথাগুলো প্রযোজ্য। শি
একটি বিশেষ পেশাগত কাজ। এ বি
লেখাপড়া ও অভিজ্ঞতা না থাকলে
পালন সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রম পরিবা
চাহিদা উপযোগী এবং বিশ্বমানের ন
জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরি সম্ভব ন
এনসিটিবি-এ কর্মরত বিশেষজ্ঞদের
যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু বিশেষজ্ঞ আছে
সংখ্যা সীমিত। অধিকাংশই ঢাকায়
বিশেষ সুপারিশে স্থান করে নিয়েছে
ওপর দখল তো দূরের কথা, অনেকে
বিষয়েও পাণ্ডিত্য নেই। বিভিন্ন প্রক
আওতায় কোটি কোটি টাকা খরচ ক
দেশের বাইরে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে
স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই অনেককে তাঁ
কার্যক্ষেত্রে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এ
অপচয়। এভাবে প্রতিষ্ঠানের সক্ষম
কেপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কোনো অ
বর্তমানে এনসিটিবির কাঠামোগত
প্রাথমিক, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক
মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও কারিগরি শিক্ষ
সংযোজন প্রয়োজন। সব ধারার শি

Scholarshi
• Need • Merit •
•Freedom
Currently over 25
scho
One Student
For raisir
generation, the univer
Student One Laptop" proje
every student a free la
students use lap
http://laptop
DIU has established academic
universities of the USA, UK, Ne
Malaysia, Sweden, Hungary,
Malaysia, Korea, Philippines
Cambodia, Palestine, Turkey,
In
International Association of Un
Association of University Presid
Presidents Forum (AUPF), Institu
(IIE), United Nations Academic
Road Universities Consortium (
and Electronics Engineers (IE
Commerce & Industry (AmCh
Testing Qualifications Board (IS
Institutions for Foreign Trade
(ATIFTAP), Council of Econom
Bangladesh Chamber of Con
American L
o Perm
o City M
oUttara